দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...০৪ নভেম্বর ১৯৯৫...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

দেশ দেশান্তর

বসনিয়া হারজেগোবিনা

ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়া হারজেগোবিনা।
আয়তন ঃ ৫১ হাজার ১২৯ বর্গ কিলোমিটার।
জনসংখ্যা ঃ ৩৪ লাখ ৫৯ হাজার।
রাজধানী ঃ সারায়েভো।
ভাষা ঃ সার্বো-ক্রোয়েশিয়া।
মুদ্রা ঃ দিনার (বসনিয়া হারজেগোবিনা)
গড় আয়ু ঃ ৭৫/৭০।
সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ বসনিয়া হারজেগোবিনা উসমানীয় সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধউত্তর প্রেক্ষাপটে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে দেশটিতে কমিউনিস্ট আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯০'র দশকে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্যদিয়ে যুগোশ্লাভিয়া ভেঙ্গে গেলে বসনিয়া হারজেগোবিনা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু খ্রিস্টান সার্বরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বসনিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়নি। এরপর দীর্ঘ ৩ বছর যুদ্ধের পর ১৯৯২ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে দেশটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করছে।

আলফাজ আনাম

'মন আমার দেহঘড়ি'

বিজ্ঞান

ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল লাইব্রেরী অভ মেডিসিন পৃথিবীর বৃহত্তম চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারটি মানবদেহ সংক্রান্ত অজস্র তথ্যাবলী সংকলিত করে বেশ বড়সড় একটি বই প্রকাশ করেছে। বইটির নাম The Body Almanac বা দেহপুঞ্জি। বইটি থেকে কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত হল :

❖ একটি স্বাভাবিক দেহী মানুষের দেহ থেকে ঝরে প্রতি ঘন্টার ৬০০০০০ ত্বককণা। এক বছরে এই ত্বককণার দাঁড়ায় ১.৫ পাউন্ড। ৭০ বছর বয়সে ১০৫ পাউন্ডের মত। এই ওজন তার দৈহিক ওজনের দুই-তৃতীয়াংশ।

❖ রক্তের লোহিতকণা তার চার মাস জীবনকালে শিরা-উপশিরা বা ধমনীর মধ্যে চলাফেরা করতে গিয়ে ১০০০ মাইলের মত পথ অতিক্রম করে।

❖ মানুষের শরীরের লৌহজাত পদার্থ দিয়ে ১ ইঞ্চি চওড়া ও ৯ ইঞ্চি লম্বা একটি উৎকৃষ্ট ছুরি তৈরী করা সম্ভব।

❖ মানুষের মস্তিষ্কের বিপাকীয় শক্তির সবটা যদি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেত তাহলে সেই বিদ্যুতের সাহায্যে একটি ৬০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালান যেত।

❖ সম্পূর্ণ অন্ধকারে এক মিনিট অবস্থান করলে মানুষের দৃষ্টিশক্তি ১০ গুণ বাড়ে, বিশ মিনিটে বাড়ে ৬০০০ গুণ এবং ৪০ মিনিটে বাড়ে ২৫০০০ গুণ।

❖ মানুষের মস্তিষ্কে প্রতি সেকেন্ডে ১০,০০,০০০ রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে।

❖ মানুষের দেহে প্রতিবর্গইঞ্চিতে বাস করে ৩২ মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া। পুরো দেহে গড়ে ১০০ বিলিয়ন। এই সংখ্যা পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার (৪.৮ বিলিয়ন) প্রায় ২২ গুণ।

❖ মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিস্তৃতি এক বর্গইঞ্চির তিন-চতুর্থাংশ, শিকারী কুকুরের ১০ বর্গইঞ্চি এবং হাঙ্গরের ২৪ বর্গইঞ্চি। আর শশকের বেলায় এটা দাঁড়ায় তার পুরো গাত্রত্বকের যতটা ক্ষেত্রফল ততটা।

❖ পরিষ্কার আবহাওয়া স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন একজন মানুষ পাহাড়ের চূড়া থেকে ৫০ মাইল দূরে জ্বলন্ত ম্যাচকাঠি দেখতে পায়।

❖ দশদিন একনাগাড়ে পুরোপুরি উপবাসে কাটিয়েও মানুষ বাঁচে; কিন্তু দশদিন অনিদ্রায় নিশ্চিত মৃত্যু।

—শাহাদাত দাস্তেগীর

মহাজীবন

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

(১৮৯৬-১৯৫৪)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর আজ ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৫৪ সালের ৮ নভেম্বর তিনি খুলনার বাশদহে ইন্তেকাল করেন। ১৩০৩ বাংলা সালের ২৮ ভাদ্র তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা থানাধীন বাশদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডাক্তার মুনশী মোহাম্মদ ইব্রাহিম। স্থানীয় বাবুলিয়া উচ্চ ইংরেজী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করার পর কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে এফএ ক্লাশে অধ্যয়ন। কলেজে অধ্যয়নকালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান প্রমুখ প্রখ্যাত সাংবাদিকগণের সংস্পর্শে এসে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে সাংবাদিকতা পেশায় জড়িয়ে পড়েন। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি নিয়ে তাঁর সাংবাদিকতা এবং পেশা জীবনের শুরু। পরবর্তীতে দৈনিক মোহাম্মদী পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। দি মুসলমান, দৈনিক সেবক, সাপ্তাহিক খাদেম ও সাপ্তাহিক সওগাত ইত্যাদি পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিমাসিক সাম্যবাদী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন। স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৩৫-এ কলিকাতা ত্যাগ করে সগ্রাম

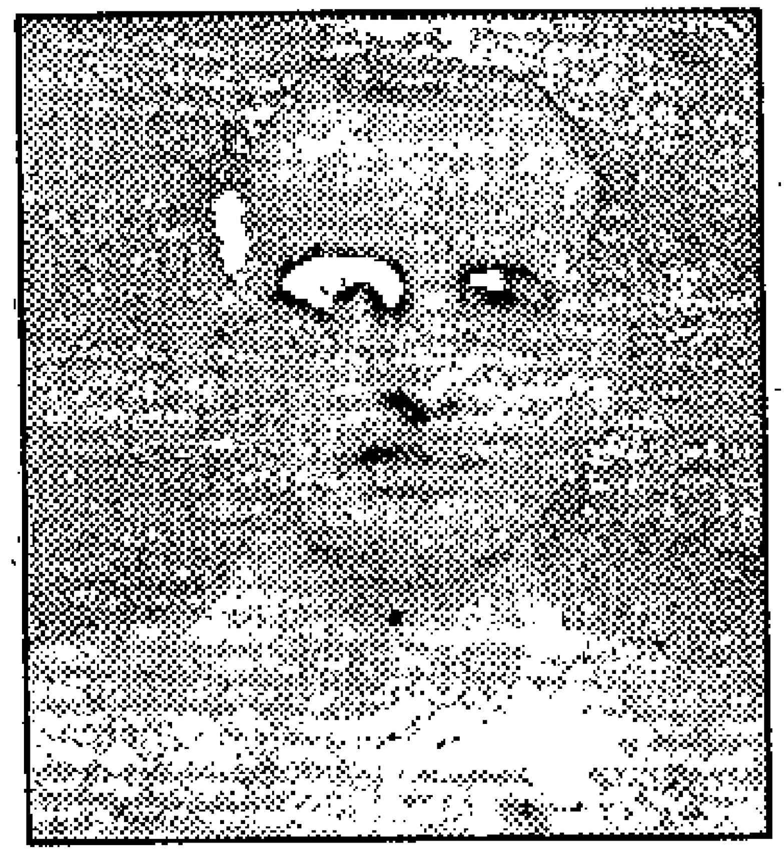

বাশদহে প্রত্যাবর্তন করে বাকী জীবন এখানেই কাটিয়ে দেন। ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের অনুসারী মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী জাতীয় সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে বিভিন্ন বই লিখে ভূমিকা রাখেন। কলিকাতা মুখদুমিয়া লাইব্রেরী থেকে ১৯২২ সালে তার লেখা প্রথম জীবনীমূলক বই মওলনা মোহাম্মদ আলী প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য বইগুলো হল সিন্দবাদ হিন্দবাদ (১৯২২), সিন্দবাদ সওদাগরের গল্প (১৯২২), ডন কুইকসট (১৯২৯), মহামানুষ মহসিন (১৯৩৪), সৈয়দ আহমদ (১৯৩৫), নবাব আবদুল লতিফ (১৯৩৬), Firy shirt গ্রন্থের অনুবাদ, 'আগুনের জামা' (১৯৩৭), নবী জীবনীমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ 'মরু ভাস্কর' (১৯৪১), ছোটদের শাহনামা (১৯৪৮), ছোটদের হযরত মোহাম্মদ (দঃ) (১৯৪৯), খালেদা এদিবের মূলগ্রন্থ ডটার অব শ্মার্ণার অনুবাদ 'শ্মার্ণার নন্দিনী' কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪৯), মনি চয়নিকা (১৯৫১), ছোটদের হাতেম তাই ইত্যাদি। তাঁর মৃত্যুর পরপরই গবেষক মুহম্মদ আবু তালিব তাঁর জীবনী রচনা করেন। আমাদের শিশু-কিশোরসহ গোটা জাতিকে নৈতিক এবং আদর্শিক, সৎ সাহিত্যের মাধ্যমে উজ্জীবনের প্রয়াসী এ নিষ্ঠাবান প্রাবন্ধিক জীবনীকারকে জাতীয়ভাবে আজ পর্যন্ত মূল্যায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এটা জাতির জন্য খুবই ক্ষতির কারণ। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী থেকে তার রচনাবলী প্রকাশ করা সময়ের দাবী।

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম